বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(ফৌজদারী বিবিধ জুরিডিকশন)

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৫৮৬৭/২০২০

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার অধীনে একটি আবেদন।

এবং

মো: খলিলুর রহমান

..... অভিযুক্ত-পিটিশনার

---বনাম--

রাষ্ট্র

.....প্রতিপক্ষ

এবং

জনাব গোলাম আব্বাস চৌধুরী

অ্যাডভোকেট

---- অভিযুক্ত-পিটিশনারের পক্ষে

জনাব এবিএম আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, ডিএজি

..... রাষ্ট্রের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ০৭.১০.২০২০

এবং রায় প্রদানের তারিখ: ১৪.১০.২০২০।

উপস্থিত

জনাব বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহাসান

এবং

বিচারপতি জনাব শাহেদ নূরউদ্দিন

<u>জনাব শাহেদ নূরউদ্দিন, বিচারপতি :</u>

বরিশাল ৩ নং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে বিচারাধীন বিমানবন্দর থানায় ১৮.০১. ২০২০ তারিখের দায়েরকৃত মামলা নং ১৭, জিআর নং-১৭/২০২০ এর ধারা ১৪৩ /৩২৩/৩০৭/৩০২/১০৯/৩৪ -এর অধীনে অভিযুক্ত পিটিশনারের জামিনের মেয়াদ কেন বর্ধিত করা হবে না প্রতিপক্ষকে তার কারণ দর্শানোর জন্য এই রুলটি জারি করা হয়েছে।

মো: ফারুক মল্লিক (মৃত ব্যক্তির ছেলে) নামীয় একজন ব্যক্তি তথ্যদাতা হিসেবে বিমানবন্দর থানা,বরিশাল -এ একটি এফআইআর দায়ের করেন। প্রসিকিউশন মামলাটি সংক্ষেপে বলা হয় যে, তাঁর পিতা একজন কৃষক এবং এফআইআর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এই তথ্যদাতা মো: ফারুক মল্লিক এর নিকটতম প্রতিবেশী । এফআইআর অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তথ্যদাতার পরিবারের সহিত কৃষি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন বিরোধ ছিল। এফআইআর এ অভিযুক্ত নং ১ এর চা স্টলে ১২.১.২০২০ তারিখে রাত ৬ টা ৩০ মিনিটে তথ্যদাতার বাবা গিয়েছিলেন এবং তাকে এক কাপ চায়ের অর্ডার করেছিলেন কিন্তু এফআইআর এ বর্নিত অভিযুক্তরা চা ও বিস্কুট দেওয়ার পরিবর্তে তথ্যদাতার পিতাকে নোংরা ভাষায় আক্রমন করেন। এ সময় অভিযুক্ত ২-৫ নং ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং এক পর্যায়ে ৬নং অভিযুক্ত তথ্যদাতার পিতাকে হত্যা করার জন্য অন্য

অভিযুক্তদেরকে নির্দেশ দিলে তারা এফআইআর -এর তথ্যদাতার বাবার উপর আক্রমণ করে এবং লোহার রড ও চার্জার লাইট দিয়ে নির্বিচারে তাকে মারধর করে। ২ ও ৪ নং অভিযুক্তকারী চার্জার লাইট দিয়ে তথ্যদাতার বাবার মাথার উভয় পাশে আঘাত করে। তথ্যদাতা এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটি শুনে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং এফআইআর নামের অভিযুক্তদের কাছ থেকে ভিকটিমকে উদ্ধার করেন এবং তাকে বরিশাল শের-ই-বাংলা-মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু অভিযুক্তকারীরা ভিকটিমকে হাসপাতালে ভর্তি করতে বাধা দেয় এবং গ্রাম্য চিকিৎসক ও তথ্যদাতার পিতার মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে গ্রামের ডাক্তারের চিকিৎসার মাধ্যমে কিছুটা ভাল বোধ করেকিন্তু ১৬.০১.২০২০ তারিখে ভিকটিমের স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং তথ্যদাতা ভিকটিমকে ১৭.০১.২০২০ তারিখে বরিশালের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং দুপুর ২ টার দিকে ডাক্তার তথ্যদাতার বাবাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে তথ্যদাতা এফআইআর দায়ের করেন।

পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে।

অভিযুক্ত আবেদনকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং পরে তাকে বরিশালের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত নং ৩ এ হাজির করে ৫ দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করা হয়, যেখানে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ১ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

অভিযুক্ত আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জনাব গোলাম আব্বাস চৌধুরী নিবেদন করেন যে, এই এফআইআর-এর অভিযুক্ত ও তথ্যদাতাদের পরিবারের মধ্যে জমি সংক্রান্ত দীর্ঘায়িত বিরোধ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কথিত ঘটনার তারিখে কিছুই ঘটেনি। ৩০.০৯.২০২০ তারিখে পরিপূরক হলফনামা দাখিল করে অভিযুক্ত আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে মৃত এ সালাম মল্লিকের হৃদপিন্ডে এবং মস্তিষ্কে দুটি ব্লক রয়েছে বলে মৃতের হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টটি পূর্বে Annexure D হিসাবে সংযুক্ত এবং চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং, এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে এবং মস্তিস্কের কার্যকারিতা হারানোর কারণে মৃতের মৃত্যু হয়েছিল । বিজ্ঞ আইনজীবী আরও উপস্থাপন করেন যে, পূর্ববর্তী শত্রুতার জেরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্যদাতা এই মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করেছেন।

রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ ডেপুটি-অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব এবি এম আবদুল্লাহ আল মাহমুদ অভিযুক্ত আবেদনকারীর জামিন প্রার্থনার বিরোধিতা করেন। তিনি এফআইআর -এর বক্তব্য অনুধাবন করার পরে তা বলেন। এটি স্পষ্ট যে, অভিযুক্ত

আবেদনকারী এবং জলিল নামে অন্য একজনসহ অভিযুক্ত হত্যার অভিযোগে মৃতের মাথার বাম এবং ডান দিকে তাদের হাতে টর্চ লাইট দিয়ে আঘাত করেছে। সুতরাং মাথার বাম দিকে এবং কানের নীচে আঘাতগুলি স্পষ্ট। এই আঘাতগুলি ময়না তদন্তের রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পুলিশ রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে অভিযুক্ত আবেদনকারীর জামিনের জন্য প্রার্থনার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

আমরা অভিযুক্ত আবেদনকারীর নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌঁসুলি এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য এবং রেকর্ড সহ খুব গভীরভাবে সাথে শ্রবণ করেছি। ২১.০৯.২০২০ তারিখের নং ১৫ (Annexure-x) থেকে দেখা যায় যে, তথ্যদাতা মামলাটি সিআইডি-তে স্থানান্তর করার জন্য এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছেন। একই আবেদনকারীর শুনানির জন্য একটি তারিখ নির্ধারন করা হয়। সুতরাং, ধারণা করা হচ্ছে যে পুলিশ প্রতিবেদন জমা দিতে এবং বিচার কার্যক্রম শেষ করতেও সময় লাগতে পারে। এজহারের প্রত্যক্ষদর্শনে দেখা যায় যে, ঘটনার সময় ১২.০১.২০২০ তারিখ সকাল ৬.৩০ টায় এবং মৃত ব্যক্তিকে তার মাথা, বুক এবং পুরো শরীরে আঘাতের পরেও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। ৬নং অভিযুক্ত মোঃ হাবিবুর রহমান মিন্টু মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনার জন্য নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে বিষয়টি আপস করা হবে। তাই মৃত ব্যক্তি স্থানীয় গ্রামের

ডাক্তারের নিকট চিকিৎসাধীন ছিলেন। অভিযুক্ত আবেদনকারীদের আঘাতের কারণে মৃত ব্যক্তি ১৬.০১.২০২০ এ রাত ৫:৪৫ মিনিটে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে বরিশাল শেয়ার-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয় এবং ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযুক্ত আবেদনকারীর পক্ষে নিবেদন করেন যে, অভিযুক্ত আবেদনকারীরা এই হত্যার জন্য দায়ী নয়, তিনি হৃৎপিন্ড ও মস্তিষ্কের ব্লক জনিত কারণে মারা গিয়েছিলেন, আঘাতের কারণে নয়।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা অভিযুক্তকে জামিনে থাকার অনুমতি দিতে ইচ্ছুক।

ফলস্বরূপ, রুলটি নিষ্পত্তি করা হলো।

অভিযুক্ত আবেদনকারী মোঃ খলিলুর রহমান, পিতা- গনি হাওলাদার-কে বরিশালের বিজ্ঞ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল না করা পর্যন্ত জামিন প্রদান করা হল।

অভিযুক্ত আবেদনকারী কর্তৃক কোনওভাবেই জামিনের অপব্যবহারের কোনও অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট আদালত জামিন বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।

আদেশের কপি অতিসত্ত্বর প্রেরণ করুন।

এফ.আর.এম. নাজমুল আহাসান, বিচারপতি

আমি একমত।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে 'আমার ভাষা' সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।